4 মার্কসীয় দর্শনে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণা বিবৃত করো।

☑ **অর্থ ঃ** রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে **কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস** সমাজবিকাশের ধারাকে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। **স্ট্যালিনের** ভাষায়, সামাজিক জীবন পাঠে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে (Historical Materialism is the extension of the principles of Dialectical Materialism to the study of social life)। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমাজবিকাশের সাধারণ নিয়মগুলিকে অনুশীলন করে এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে সমাজের পরিবর্তনসাধনে আগ্রহী। ভাববাদী দার্শনিকগণ সমাজবিকাশের সমস্ত ঘটনাবলিকে ঐশ্বরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। কিন্তু মার্কসীয় চিন্তাবিদগণ সমাজজীবনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বস্তুগত উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কোনো ব্যক্তির একক চেষ্টায় সমাজের কোনো পরিবর্তন হয় না। সংঘবদ্ধ মানুষের প্রচেষ্টায় ইতিহাস রচিত হয় ও সমাজের পরিবর্তন ঘটে। সমাজের বিকাশ ও পরিবর্তন সমাজ বহির্ভূত শক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। এই পরিবর্তন সমাজের বৈষয়িক উপাদান বা অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মার্কসের মতে, মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য। অতএব, মানুষের জীবনযাত্রার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই মূল কথা। মানুষকে জীবনধারণের জন্য রাজনীতি, ধর্ম, দর্শনচর্চার পূর্বেই প্রাথমিক অর্থনৈতিক প্রয়োজনের জন্য কাজ করতে হয়। মানবসমাজে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য দিকগুলি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানবসমাজের ইতিহাসের অগ্রগতি ও পরিবর্তনে এই অর্থনৈতিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

■ **মূল বক্তব্য ঃ** মার্কসীয় দর্শনে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করলে কয়েকটি দিক পরিলক্ষিত হয়। যথা—

▶ **মানবসমাজের বিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশ ও জনসংখ্যা ঃ** মার্কসবাদ অনুযায়ী সমাজের বিকাশ ও মানবসমাজের ইতিহাসে ভৌগোলিক পরিবেশের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু সমাজ গঠনে তা একমাত্র নিয়ন্ত্রক নয়। জনসংখ্যা সমাজ পরিবর্তনের একটি অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধি সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি নয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, ভৌগোলিক পরিবেশ অথবা জনসংখ্যা নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারে না।

▶ **উৎপাদন পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সমাজের ভিত্তি ঃ** মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী শ্রমই হল সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের মূল শক্তি। কার্ল মার্কস শ্রমকে সম্পদের জনক এবং প্রকৃতিকে জননীরূপে অভিহিত করেন। প্রতিটি সমাজে খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদির প্রয়োজন মেটাতে হলে মানুষকে তা উৎপাদন করতে হবে। উৎপাদন করতে হলে শ্রম ক্ষমতা, যন্ত্রপাতি, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি প্রয়োজন। উৎপাদন করার ক্ষেত্রে এই শক্তিগুলিকে

উৎপাদিকা শক্তি (Productive Force) বলে। মানুষ এককভাবে উৎপাদন করতে পারে না। অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মানুষকে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জড়িত মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে **উৎপাদন-সম্পর্ক** (Production Relation) বলে। উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় উৎপাদন পদ্ধতি। এই উৎপাদন পদ্ধতি হল সমাজবিকাশের নিয়ামক। মার্কসবাদ অনুযায়ী সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বা উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজের পরিবর্তন হয়।

▶ **তিনটি সূত্র :** মরিস কর্নফোর্থ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিশ্লেষণ সম্পর্কে তিনটি সূত্র উল্লেখ করেন। এগুলি হল— (a) প্রকৃতির মতো সুনির্দিষ্ট নিয়মে সমাজের বিকাশ ও পরিবর্তন ঘটে; (b) বৈষয়িক জীবনযাত্রার ওপর নির্ভর করে রাজনৈতিক মতবাদ, সংস্কৃতি ইত্যাদি গড়ে ওঠে; (c) বৈষয়িক জীবনযাত্রা দ্বারা গড়ে ওঠা মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠান বাস্তব জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

▶ **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও সমাজবিকাশের ধারা :** ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অর্থ হল ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। মার্কসের মতে, অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা ইতিহাস পরিচালিত হয়। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলে উৎপাদন সম্পর্ক তথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়। উৎপাদন ব্যবস্থার শ্রেণিভেদে মার্কসীয় দর্শন সমাজবিকাশের ধারাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছে। যথা—(a) আদিম সাম্যবাদী সমাজ, (b) দাস সমাজ, (c) সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, (d) পুঁজিবাদী সমাজ এবং (e) সমাজতান্ত্রিক সমাজ। প্রতিটি যুগেই উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

■ **সমালোচনা :** ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কিত ব্যাখ্যাটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে সমালোচিত হয়। সমালোচকদের মধ্যে **কার্ল পপার, টি. বি. বটোমোর** প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

(1) সমালোচকদের মতে, মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু অর্থনৈতিক উপাদান এককভাবে ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে না। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোচনায় মতাদর্শ, ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়নি (Historical Materialism is the theory of economic determinism)।

(2) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজে একই ধরনের উৎপাদিকা শক্তি থাকা সত্ত্বেও সভ্যতা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গড়ে ওঠে। **হান্ট** মন্তব্য করেছেন, উৎপাদন ব্যবস্থাই ইতিহাস ও সভ্যতার একমাত্র নির্ধারক নয় (Historical materialism does not explain why peoples living under similar conditions of production have developed widely divergent civilizations)।

(3) সমালোচকদের মতে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দ্বন্দ্বকেই স্বীকার করে, সহযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না।

(4) সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভবিষ্যদ্‌বাণী রূপায়িত হয়নি।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমালোচনা থাকলেও এই দর্শন সমাজবিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।